258878 - ছোট বায়নে তালাক্ব ও বড় বায়নে তালাক্বরে মধ্যে পার্থক্য এবং রজেয়ী তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দত পালনকালীন সময়ে ঘর থকেে বরে হওয়ার বধিান

প্রশ্ন

ছোট বায়নে তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দত পালনকালীন সময়ে তার পরবিাররে বাসার বাইরে রাত্র যিাপন করা জায়যে আছে কি; যদি তার চাকুরীর কারণে তাকে একই দশেরে অন্য বভিাগে কোন একটি সমেনিারে হাযরি হতে হয়? এ জন্য নয় য, সে বাসার বাইরে থাকতে চাচ্ছে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তনি তালাক্ব দয়ে তাহলে সটোকে বলা হয় বড় বায়নে তালাক্ব। এই প্রকাররে তালাক্বরে পরে অন্য কোন স্বামীর সাথে বয়িে হওয়া ছাড়া এই স্ত্রী এই স্বামীর জন্য হালাল নয়। পক্ষান্তর, যদি তাকে প্রথম তালাক্ব দয়িে কংিবা দ্বতিীয় তালাক্ব দয়িে ফলেে রাখ; এক পর্যায়ে তার ইদ্দতকাল শষে হয়ে যায় কন্তিু তাকে ফরিয়িে না আনে তাহলে সটোকে বলা হয় ছোট বায়নে তালাক্ব।

এর মত হলো: যদি কোন নারীকে অর্থরে বনিমিয়ে তালাক্ব দয়ে (খুলা তালাক্ব) সক্ষেত্রে তাৎক্ষণকিভাবে এই স্ত্রী তার থকেে বায়নে তথা বচ্ছিন্নি হয়ে যাব; এমনকি যদি ইদ্দতকাল শষে না হয় তবুও।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) আল-শারহুল মুমতি' গ্রন্থে (১২/৪৬৮) বলনে:

“বাইনুনা (بينونة) হচ্ছ: বচ্ছিন্নি হয়ে যাওয়া। তালাক্বে বায়নে দুই প্রকার: বড় বায়নে তালাক্ব; সটো হচ্ছে তনি তালাক্ব। ছোট বায়নে তালাক্ব; সটো হচ্ছে অর্থরে বনিমিয়ে তালাক্ব।

যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে পূর্বে দুইবার তালাক্ব দয়িে থাকে এরপর তৃতীয়বার তালাক্ব দয়ে আমরা বলব: এটা হচ্ছ— বড় বায়নে তালাক্ব। অর্থাৎ এই স্ত্রী এই স্বামীর জন্য অন্য কোন স্বামীর পর ছাড়া হালাল হবে না।

আর যদি কোন বনিমিয় নয়িে স্ত্রীকে তালাক্ব দয়ে তাহলে সটো হল ছোট বায়নে তালাক্ব। তাহলে বায়নে মানে কী? অর্থাৎ

স্বামীর জন্য স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া হালাল নয়; এমনকি সে ফিরিয়ে নিতে চাইলেও....।

তিনি আল-শারহুল মুমতি গ্রন্থে (১২/১৩০) আরও বলেন:

“বায়েন তালাক্বপ্রাপ্তা নারী হচ্ছেন যে নারী অর্থের বিনিময়ে তার স্বামীর সাথে খুলা করেছেন। এটাকে ছোট বায়েন তালাক্ব বলা হয় যেহেতু স্বামীর জন্য খুলাকারী স্ত্রীকে ইদ্দত পালনকালীন সময়ে কিংবা ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও বিয়ে করা জায়েয। পক্ষান্তরে, বড় বায়েন তালাক্ব হল: যা তিন তালাক্বের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এই আলোচনার ভিত্তিতে ইদ্দত পালনকারী নারী তিন প্রকার:

১। রজেয়ী তালাক্বপ্রাপ্তা নারী। অর্থাৎ এমন ইদ্দত পালনকারী নারী যাকে স্বামী নতুন কোন বিয়ের আকদ করা ছাড়া ফিরিয়ে নিতে পারে।

২। ছোট বায়েন তালাক্বপ্রাপ্তা নারী। অর্থাৎ এমন নারী যাকে বিয়ের আকদের মাধ্যমে স্বামী বিয়ে করতে পারে; ফিরিয়ে নেয়া নয়। অর্থাৎ স্বামী ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার রাখে না। তবে আকদের মাধ্যমে বিয়ে করার অধিকার রাখে। সুতরাং প্রত্যেক এমন নারী যিনি নতুন বিয়ের আকদ ছাড়া স্বামীর জন্য হালাল নয় এমন নারী হচ্ছেন বায়েন তালাক্বপ্রাপ্তা নারী।

৩। বড় বায়েন তালাক্বপ্রাপ্তা নারী। অর্থাৎ এমন নারী যে নারীকে তার স্বামী তিন তালাক্বের সর্বশেষ তালাক্বটি দিয়েছে। এই নারী সুবিদিত শর্তসাপেক্ষে অন্য স্বামীর ঘর করা ছাড়া তার স্বামীর জন্য হালাল হবে না।”[সমাপ্ত]

দুই:

কোন নারী তালাক্বে রজেয়ীর ইদ্দত পালন শেষ করে ফেললে তখন এই নারীর উপর তালাক্ব প্রয়োগকারী স্বামীর আর কোন কর্তৃত্ব থাকে না। তখন এই নারী তার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে রাত্রি যাপন করতে পারেন।

আর যদি ইদ্দত পালনকালীন অবস্থায় থাকেন সেক্ষেত্রেও রজেয়ী তালাক্বের ইদ্দত পালনকারী নারীর জন্য ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয আছে। সদ্য বিধবা নারীর মত বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু স্বামীর অনুমতি না নিয়ে বাসা থেকে বের হবে না। কেননা সে এখনও স্বামীর যিম্মাতে রয়েছে। সাধারণ স্ত্রীগণের জন্য ভরণপোষণ, বাসস্থান, রাত্রিযাপন ইত্যাদি যে অধিকারগুলো সাব্যস্ত তার জন্যও এই অধিকারগুলো সাব্যস্ত এবং সাধারণ স্ত্রীগণের উপর যে দায়িত্বগুলো রয়েছে তার উপরও সে দায়িত্বগুলো রয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) এভাবেই ফতোয়া দিতেন যে: “যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক্ব বা দুই তালাক্ব দেয় তাহলে সেই নারী স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না।”[মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৪/১৪২)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“অগ্রগণ্য অভমিত হল: রজেয়ী তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রীর হুকুম তালাক্ব দয়ো হয়নি এমন স্ত্রীর হুকুমরে মত। সে তার প্রতবিশেীর বাসায়, আত্মীয়রে বাসায় যতেে পারবে কংিবা ওয়াজ বা অন্য কছিু শুনার জন্য মসজদিে যতেে পারবে। এমন নারীর বধিান সদ্য বধিবা নারীর মত নয়।

পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ তাআলার বাণী: ‘তাদরেকে তাদরে ঘর থকেে বরে করে দবিে না এবং তারা নজিরোও যনে বরে হয়ে না যায়।’[সূরা আত্-তালাক্ব, ৬৫: ১] এখানে বরে করে দয়ো দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছে আলাদা করে দয়ো। অর্থাৎ ঘর ছড়েে আলাদা ঘরে গয়িে থাকবে না...”।[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব থকেে সমাপ্ত]

তনি:

একই দশেরে অন্য কোন বভিাগে অনুষ্ঠতি সমেনিারে উপস্থতি হওয়া: এর দ্বারা যদি উদ্দশ্যে হয় য,ে নারীর অবস্থানস্থল থকেে অন্যত্র সফর করা তাহলে কোন মাহরামরে সঙ্গত্বি ছাড়া সটেি নারীর জন্য বধৈ নয়।

সহহি বুখারী (৩০০৬) ও সহহি মুসলমি (১৩৪১) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছেে য,ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: ‘অবশ্যই অবশ্যই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নভৃতে একত্রতি হবে না। অবশ্যই অবশ্যই কোন নারী মাহরাম ছাড়া সফর করবে না। তখন এক লোক দাঁড়য়িে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি অমুক অমুক জহিাদরে অভযিানে নাম লখিয়িছে,ি কন্তিু আমার স্ত্রী হজ্জ করার উদ্দশ্যেে বরেয়িছে।ে তখন তনিি বললনে: তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।’”

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।